ঢাকা এয়ারপোর্টের টার্মিনাল থেকে বাইরে বেরিয়ে সকালের প্রখর সূর্য্যের আলোয় জয়তীর চোখ কিছুটা ধাঁধিয়েই গেল। চারপাশে মানুষের উচ্চকিত ভীড় ও লোকজনের কোলাহলে ও যখন কিছুটা দিশেহারা, তখনই "জয়তী, এই জয়তী" ডাকটা ও শুনতে পেল রুমানার উচ্ছ্বাসভরা গলায়। রেলিংয়ের ওপারে সানগ্লাসপরা রুমানার ফর্সা মুখটা রোদে কিছুটা ঘেমে গেছে। হাসিমুখে ওর দিকে হাত নাড়ছে রুমানা। বান্ধবীকে দেখে পরম আশ্বস্ত হোল জয়তী। খুশীতে ও-ও হাত নাড়াল।

ব্যারাকপুর কলেজে ইতিহাস পড়ায় জয়তী চক্রবর্তী। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা অনুরাধা ভট্টাচর্য্যের অধীনে গবেষণা করছে ও। জয়তীর গবেষণার বিষয় হচ্ছে সাতচল্লিশের দেশভাগ ও নারী। বাংলাদেশে এসে ছয় সপ্তাহ গবেষণা করতে হবে শুনে জয়তীর মা যে কিছুটা চিন্তিত ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু বাবা বললেন; "যা। সব দেখেশুনে আয়। আর তরিকুল তো আছেই। তরিকুল যেভাবে বলে সেভাবে চলবি।" বাবা যেন জয়তীকে এখনও কচি খুকী মনে করে! ও যে হল্যান্ডের কোর্সটাতে যেয়ে চারমাস একা একা ইউরোপে থেকে এসেছে, একাই দিল্লী যেয়ে ভিসা করা, প্লেনে ইউরোপে যাওয়া-আসা, সব কিছু তো একা একাই করেছে। তাছাড়া কয়েক মাস আগে ফিলিপাইন্সের ম্যানিলায় যেয়েও এক সেমিনারে পেপার পড়ে এসেছে, সে তুলনায় ঢাকা তো কলকাতা থেকে প্লেনে মাত্র আধঘন্টার পথ।

তবে বাবার অগাধ বিশ্বাস বহরমপুর কলেজের ওঁর প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক তরিকুল ইসলামের উপর। তরিকুল স্যার ওদের যোধপুর পার্কের বাসাতেও অনেকবার এসেছেন। এই যে হিন্দু-মুসলমান এত রেষারেষি, দাঙ্গা, দেশভাগ আর কাঁটাতারের বেড়া, কিন্তু যাঁরা জ্ঞানচর্চার জগতের মানুষ, তাঁদের মাঝে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র প্রজন্ম পরম্পরায় রয়েই গেছে। জ্ঞানজগতের সে সুতো যেন দেশ-কাল-ধর্ম মানে না। বয়েই চলে নিরন্তর।

–"তুই তো আরো স্লিম হয়েছিস!... আমি আরো মুটিয়েছি, না রে?"–বলে হেসে জয়তীর হাত থেকে ওর ট্রলিব্যাগটা প্রায় কেড়ে নিয়ে রুমানা বলল; "আমস্টার্ডামে কত হাঁটতাম, বল্? ঢাকায় হাঁটব কোথায়? রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখিস্! আর যা ভীড়!!" ড্রাইভওয়ের দিকে হাঁটতে হাটতে রুমানা বলে চলল; "ড্রাইভারটাকে আর আনিনি। বুঝলি না? ড্রাইভার থাকলে গাড়ীতে মন খুলে কথা বলা যায় না। আর